চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৫.০১.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ডের মহাসমাবেশ সফল ও শান্তিপূর্ণ হওয়ায় ডা. শাহাদাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড ময়দানে বিএনপির মহাসমাবেশ নজিরবিহীন জনসমাগম ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় চট্টগ্রামবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন। রবিবার (২৫ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে মেয়র এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর পর আমাদের নেতা বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের চট্টগ্রামে আগমনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখা গেছে, তাতে চট্টগ্রাম মহানগরী আজ এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রামের এই ঐতিহাসিক ও নজিরবিহীন জনসমাগম প্রমাণ করেছে দেশের মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে কতটা ঐক্যবদ্ধ। সমাবেশে অংশ নেওয়া জাতীয় নেতৃবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, পেশাজীবী, ছাত্র-শিক্ষক, ওলামায়ে কেরাম, অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান জুলাই বিপ্লবের শহীদ পরিবারের সদস্য এবং আহত বীর যোদ্ধাদের প্রতি, যাদের উপস্থিতি সমাবেশকে আবেগঘন ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। সমাবেশটি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও রেলওয়ে বিভাগসহ অন্যান্য সকল সরকারি দপ্তরের সহযোগিতার কথাও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে সমাবেশের চিত্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মেয়র। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা যে শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছেন, তা চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বিবৃতিতে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, চট্টগ্রামের এই স্বতঃস্ফূর্ত গণজোয়ার আগামী দিনের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে আরও বেগবান করবে।

পলোগ্রাউন্ডের মাঠে বিএনপির মহাসমাবেশে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম থেকেই গণতন্ত্র ও অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলন এগিয়ে যাবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, চট্টগ্রাম শুধু একটি বন্দরনগরী নয়, এটি বীর প্রসবিনী ঐতিহাসিক জনপদ, যেখান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। তিনি বলেন, এই চট্টগ্রাম থেকেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনার ঘোষণা দেন। একই চট্টগ্রামের জনসমুদ্র থেকেই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আপসহীন নেত্রীর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। মেয়র বলেন, গত ১৬ বছর ধরে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ‘দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও’ স্লোগানে গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। একই সময়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নেতৃত্ব দিয়ে সারা দেশের মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। ইনশাআল্লাহ আজ আমরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে চট্টগ্রামবাসী দেশের গণতন্ত্র ফেরাতে ঐক্যবদ্ধ আছি। চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়তে তারেক রহমানের সহযোগিতা কামনা করে মেয়র বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়তে পদক্ষেপ নেয়া হবে, চট্টগ্রাম হয়ে উঠবে বিশ্ববাণিজ্যের হাব এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব। তিনি জানান, আওয়ামী লীগের সময় মানুষ নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি মেয়র হওয়ার পর গত এক বছরে চট্টগ্রাম নগরীর চার লক্ষ পরিবারকে ‘স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড’ প্রদান করা হয়েছে। যেসব পরিবার দীর্ঘ ১৬ বছরে দলীয়করণ ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে, তাদের জন্য এই উদ্যোগ একটি ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অংশ।

মেয়র আরও বলেন, তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১টি সবুজ খেলার মাঠ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২টি খেলার মাঠের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে বাকি মাঠগুলোও বাস্তবায়ন করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮